আচার্য
শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI
উপাচার্য
প্রো. বিদ্যুত চক্রবর্তী
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

(Established by the Parliament of India under
Visva-Bharati Act XXIX of 1951
Vide Notification No. : 40-5/50 G.3 Dt. 14 May, 1951)
সংস্থাপক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

শান্তিনিকেতন - 731235
SANTINIKETAN - 731235
জি.বীরভূম, পশ্চিম বংগাল, ভারত
DIST. BIRBHUM, WEST BENGAL, INDIA
ফোন Tel: +91-3463-262 451/261 531
ফৈক্স Fax: +91-3463-262 672
ই-মেল E-mail: vice-chancellor@visva-bharati.ac.in
Website: www.visva-bharati.ac.in

সং./No.____________

দিনাংক/Date. ১৯/৬/২০২০

আমার সহকর্মীবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রাসাচ্ছাদন ও ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির প্রশ্নে বিশ্বভারতীর উপর নির্ভরশীল বন্ধুদের উদ্দেশে—

এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিঙে বিশ্বভারতীর ৩৭ থেকে ৫০-এ অবনমনের কয়েকটি সম্ভাব্য বিশেষ কারণ সম্পর্কে বিশ্বভারতী পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করার সুযোগ চাইছি আপনাদের কাছে। ২০১৬ সাল থেকে দুঃখজনকভাবে বিশ্বভারতীর র‍্যাঙ্কিং ধারাবাহিক নিম্নগামী হয়ে চলেছে।

এবিষয়ে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে একতরফা দোষারোপ করা কোনও কাজের কথা নয়— যেখানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাকর্মী এবং বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেরই বছরভর তাঁদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার কথা; এবং সযত্নে প্রতিষ্ঠানের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ধারণ করে রাখার কথা! বিশ্বভারতী যেন গল্পকথার সেই হাঁস যে ছাত্র-শিক্ষক-স্থানীয় ব্যবসায়ী-টোটোচালক-সাংবাদিক এবং এরকম অনেকের জন্য নিয়ত সোনার ডিম পেড়ে চলেছে! সেই সোনার ডিমপাড়া হাঁসটাকে সবার চেষ্টায় বাঁচিয়ে রাখার কথা ছিল— পরিবর্তে তাকে ধীরে ধীরে অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

২০১৮ সালের নভেম্বরে বিশ্বভারতীর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আমি সচেষ্ট হয়েছি সুষ্ঠু নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে ব্যাপকভাবে বিচ্যুত বিশ্বভারতীর সেই পরিশুদ্ধি সাধনে; যে বিচ্যুতি, খুব সম্ভব, জনমানসে বিশ্বভারতীর ব্যবস্থাতন্ত্র সম্পর্কে বিরূপ ধারণা তৈরি করে এবং নানা বিতর্কের কারণ হয়ে ওঠে। পরিতাপের বিষয় হল, এই অত্যন্ত জরুরি কাজটি খুব অল্পসময়ে সম্পাদন করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আরও অনেক অত্যাবশ্যক কাজে মনোনিবেশ করে উঠতে পারেনি। আমাদের অন্দরের অপ্রিয় প্রসঙ্গগুলো সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা আমার অভিপ্রায় নয়, কিন্তু আমি মনে করি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মান-অবনমনের প্রকৃত কারণগুলি সর্বসাধারণের গোচরে থাকা

উচিত। মান ধরে রাখার দৌড়ে বিশ্বভারতীর পিছিয়ে পড়ার হেতু যে 'বহির্বর্তীদের দৃষ্টিকোণে বিশ্বভারতীর ভাবমূর্তি, প্রাক্তনীদের সহযোগের কার্পণ্য এবং বিশ্বভারতীর গঠনমূলক বিবিধ কর্মকাণ্ডের যথাযথ প্রতিবেদন অগোচরে থেকে যাওয়া'— তা সহজেই নিরূপণ করা যায়:

১। ২০১৮ সালের নভেম্বরে দায়িত্ব গ্রহণের একসপ্তাহ পর আমি ইউজিসি-র কাছ থেকে একটি চিঠি পাই, যাতে আমার প্রতি নির্দেশ ছিল বিশ্বভারতীতে কর্মরত *সবার* বেতন যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তার জন্য *কিছু সংখ্যক* শিক্ষাকর্মীর বিধিবহির্ভূত অতিরিক্ত বেতন রদ করতে হবে। আমার সংখ্যাগরিষ্ঠ সহকর্মীদের স্বার্থে বিধিবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত বেতন ভোগ করে আসা কর্মীদের প্রতিকূলে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যা স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মনঃপূত হয়নি।

২। দায়িত্ব গ্রহণের পর ভ্রমণভাতা(এলটিসি)বিষয়ে ইউজিসি-র নির্দেশাবলি(অডিট বিভাগের মন্তব্যসহ)-র প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে, যাতে স্পষ্ট বুঝতে পারি লাদাখের প্যাংগিয়ম হ্রদ ভ্রমণবাবদ ভ্রমণভাতা অসংগত; এবং এই বাবদ যাঁদের ভাতা মঞ্জুর হয়েছিল তাঁদের সেই অর্থ ফিরিয়ে দিতে বলা হয়। বিশ্বভারতীর অ্যাকাউন্টস্ বিভাগ সেই অর্থ পুনরুদ্ধার করে চলেছে; এবং জুন ২০২০-র মধ্যে প্রায় সবটাই তার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

৩। সহকর্মীদের মধ্যে অনেকে যাঁরা অ্যাকাডেমিক বা অন্যান্য কারণে অগ্রিম অর্থ নিয়ে রেখেছিলেন, যা পরিমাণে খুব কম নয়, তাঁদেরও সেই অর্থ ফেরত দিতে বলা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রশ্নে এতকাল নিদ্রামগ্ন থেকে সেই অর্থ এখন ফেরত দিতে বলায় তাঁদের বিশেষ প্রীতিকর মনে হয়নি।

৪। একজন অতিখ্যাত প্রাক্তন উপাচার্যের কার্যকালে নিয়োগপ্রাপ্ত ২৪জন শিক্ষক/শিক্ষাকর্মীর নিয়োগপ্রাপ্তির বিষয়টি দেখবার জন্য মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রক আমাকে নির্দেশ দেয়, কেননা এই নিয়োগ 'নিয়ম বহির্ভূত' ছিল বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে; এবং তদন্তের রায় যদি এই 'অবৈধ নিয়োগ'-এর অভিযোগের পক্ষে যায়; বা সুবিধাপ্রাপ্তদের অনুকূলে না যায় তাহলে তা তাঁদের হৃদয়-বেদনার কারণ হবে।

৫। ২০১৯ সালের মে মাসে প্রায় দুশোজন শিক্ষাকর্মী আমার পূর্বিতা আবাসনে প্রবেশ করে অশোভন রকমের আচরণ করে এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। সেইসময়ে সেখানে উপস্থিত আমার একজন প্রবীণ মহিলা সহকর্মীকে উদ্দেশ্য করে তারা আপত্তিকর নানা কটুভাষা প্রয়োগ করে; যা 'রাবীন্দ্রিক ভাবধারা'-র অনুসারী বলে যারা নিজেদের দাবি করে তাদের কাছ থেকে একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

৬। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে তিনজন প্রাক্তন কর্মী প্রকাশ্যে উপাচার্যের পরলোকগত পিতৃদেবের নাম তুলে অশ্রাব্য কটূক্তি করে, কারণ তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছ থেকে কিছু 'সুবিধা' আদায় করে নিতে চেয়েছিল। মজার কথা হল, তাদের এই দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে তেমন কোনও প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায়নি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

৭। গতবছর শারদাবকাশের ঠিক আগে কর্মিসভা ২২দিন কর্মবিরতির নেতৃত্ব দেয়। কর্মিসভার দুটি দাবি ছিল: সপ্তম সিপিসি-র বকেয়া মেটানো এবং গ্রন্থনবিভাগ অতিথিশালা পুনরায় তাদের

হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। গ্রন্থনবিভাগ অতিথিশালা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি, কিন্তু এতদিন তার থেকে অর্জিত অর্থ সোজা চলে যেত কর্মিসভার ভাঁড়ারে। আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম এটা ভেবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অতিথিশালা কী করে কর্মিসভার মতো একটি স্বেচ্ছানির্মিত (কর্মসমিতি-নির্ধারিত চরিত্রপর্যায় অনুযায়ী) সংগঠনের হাতে চালিত হতে পারে! এখন সেই অতিথিশালা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানেই চলছে। এই প্রসঙ্গে একথাটাও উল্লেখ্য যে কর্মবিরতি চলাকালীন আন্দোলনরত শিক্ষাকর্মীরা কাজ না করেও প্রতিদিন নিয়মানুযায়ী দু'বার করে হাজিরা খাতায় সই করতেন যাতে মাসের শেষে তাঁদের বেতনের দাবিটি পাকাপোক্ত করা যায়।

৮। গতবছর আন্দোলনকারী ছাত্ররা আমাদের ২৫ ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখে; যারা, এমনকি আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে যাঁদের ইনসুলিন নিতে হয় তাঁদের তা নিতে দেওয়ার সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। এরফলে তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। যদিও শেষপর্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সেই অচলাবস্থার অবসান হয়; এবং আমাদের সহকর্মীদের কেউ কেউ সেবিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

৯। এবছরের শুরুতে কর্মিসভার সদস্য কয়েকজন শিক্ষাকর্মী আমার কার্যালয়ে প্রবেশ করে অকথ্য ভাষায় আমাকে গালিগালাজ করে কারণ তাদেরই সহকর্মী জনৈক ব্যক্তিকে কলকাতার গ্রন্থনবিভাগে বদলি করা হয়, যা কর্মিসভার স্বার্থের পরিপন্থী বলে তারা মনে করে। শেষে তারা আমার কার্যালয়ের প্রবেশপথে তালা ঝুলিয়ে দেয়; এবং প্রবল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একাংশ তাদের প্রতিরোধ করে আমাদের শেষপর্যন্ত উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটির বিষয়ে তদন্ত হয়েছে। আমরা তদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় আছি।

১০। জনৈক শিক্ষকের চারটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্টের আবেদন ইতিপূর্বে মঞ্জুর হয়েছিল যা সম্পূর্ণত বেআইনি এবং সেজন্য আদৌ বিবেচনাযোগ্য ছিল না। ভারত সরকারের প্রেরিত অডিট টিম সেই ব্যক্তির বেতনক্রম পুনর্নির্ধারণ করতে বলে, কারণ সরকারি নিয়মানুসারে নিয়োগের নির্বাচক প্যানেল প্রার্থী-নির্বাচনের পর অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারীই নয়। কর্মসমিতি এবিষয়ে অডিট রিপোর্ট মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ পূর্বোক্ত হতবুদ্ধি কর্মীদের মতো ওই ব্যক্তির কাছেও এবার অপ্রীতিকর হয়ে উঠবে!

১১। সম্ভবত বিশ্বভারতীই হল সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যার মহান ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও ইদানীং কতকগুলো ভুলভাল কারণে সে 'বিখ্যাত' হয়ে উঠেছে: (ক) গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার চুরি গেছে যা তিনি ১৯১৩ সালে অর্জন করেছিলেন। (খ) একজন প্রাক্তন উপাচার্য ও প্রাক্তন কর্মসচিবকে কারাগারে যেতে হয়েছে। (গ) 'অসাধু কাজকর্ম'-এর অভিযোগে একজন প্রাক্তন উপাচার্যকে অপমানজনকভাবে পদচ্যুত হতে হয়েছে। সম্প্রতিকালে একজন প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী উপাচার্য, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী কর্মসচিব এবং প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী বিত্তাধিকারীকে নিলম্বিত করা হয়েছে খুব বড় ধরনের নীতিবিগর্হিত কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে।

১২। দু'জন প্রাক্তন বিত্তাধিকারী তাঁদের জন্য বরাদ্দ অফিসের গাড়ি ব্যবহার করার পরেও পরিবহনভাতা ভোগ করেছেন যা সরকারি নিয়মের উল্লঙ্ঘন। সেই অর্থ পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজটা খুব সহজ ছিল না, যেহেতু তাঁদের মধ্যে একজন ইতিমধ্যে প্রয়াত হয়েছেন। অপরজন কিস্তিতে কিস্তিতে পরিবহনভাতা ফেরত দেওয়া শুরু করেছেন।

এই ঘটনাগুলি উল্লেখ করে আমি প্রথম তালিকাটি শেষ করতে চাই, যেগুলো, আমার ধারণায়, নিকট-অতীতে বিশ্বভারতী সম্পর্কে জনমানসে বিরূপ মনোভাব তৈরি করেছে। আমার সহকর্মীদের আরও দুটো কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি শেষ করতে চাই: (ক) প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একাত্মতার অনুভব থেকে প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করা আর অন্যায্য স্বার্থ-প্রণোদিত অধিকারবোধ থেকে কর্তৃত্ব-বাসনার মধ্যে প্রভেদ আছে। (খ) উপাচার্যের হাতে এমন কোনও জাদুদণ্ড নেই যার সাহায্যে তিনি দশকের পর দশক ধরে চলে আসা নিয়ম-বিচ্যুতির গ্লানি মুছে ফেলে বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্রিক আদর্শ তথা ১৯৫১ সালে প্রণীত বিশ্বভারতী অধিনিয়ম ও সংবিধি অনুসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিতে পারেন! এই বার্তার মাধ্যমে আমি প্রতিষ্ঠানের সব শুভানুধ্যায়ীর কাছে সহযোগিতা প্রার্থনা করি, যাতে আমরা সমবেতভাবে অনায়াসে এর ত্রুটিরন্ধ্রগুলি খুঁজে বের করে তাকে কার্যকর করে তুলতে পারি।

বরাবরের মতো আপনাদের আবারও বলি, আপনারা সবাই নিরাপদ থাকুন এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকুন।

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
উপাচার্য ২২/০৬
বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan
West Bengal-731235
India